গ্রাফিতি

ফ্যাসিবাদের দোসর, নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠনের বিরুদ্ধে শিল্পিত প্রতিরোধের বজ্রধ্বনি!

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপ্লবী ছাত্র-ছাত্রীরা, বৈষম্যবিরোধী ছাত্রআন্দোলনের দীপ্ত নেতৃত্বে, প্রশাসন ভবনের দেয়ালে অঙ্কন করছে জনতার ঘৃণা আর প্রতিশোধের প্রতীকী চিত্র।

চারুকলার শিক্ষার্থীরা তুলির আঁচড়ে তুলে ধরছে ফ্যাসিবাদের মুখোশ উন্মোচনের লোকায়ত ভাষা।

লাঠি-গুলি-টিয়ার গ্যাসের জবাব তারা দিচ্ছে ক্যানভাসে জ্বলন্ত প্রতিবাদের অক্ষরে!

যখন বাংলাদেশ নিজস্ব সত্তার খোঁজে এগিয়ে যায়,
তখন ভারতীয় আধিপত্যবাদ তার প্রতিশোধ নেয় বানের জলে।
৫ আগস্টে নয়া লেন্দুপ দর্জির পলায়নের পরে,
সীমান্তের বাঁধ খুলে দিয়ে এক নিষ্ঠুর বার্তা পাঠায়
তাদের প্রভু রাষ্ট্র, নিঃশব্দে জানিয়ে দেয়,
এই স্বাধীনতা এখনো স্বস্তির নয়।
ফেনী থেকে নোয়াখালী, বন্যার জলে ভেসে যায় শস্য, ঘর আর ঘুম।
তবু, এই গ্রাফিতি বলে–'যত বিপদ, তত ঐক্য',
কারণ বন্যার চেয়ে ভয়ংকর নয় কোনো আগ্রাসন,
আর জনগণের চেয়ে শক্তিশালী নয় কোনো আধিপত্যবাদ।
এই চিত্র প্রতিবাদ শুধু নয়–এ এক ঐতিহাসিক ঘোষণা:
বাংলাদেশ ভারতীয় আধিপত্যবাদের শেকল ছিঁড়বেই।
জলের ঢেউয়ে শুধু গ্রাম ডুবে যায় না, ফাঁস হয়ে যায় আগ্রাসনের মুখোশ।
৫ আগস্ট যখন কৃত্রিম বন্যার পানিতে ভেসে যাচ্ছিল ফসল, ঘর আর আশা–
তখনই দাঁড়িয়ে গেল এক জাতি, এক শরীর, এক হৃদয়।
এই গ্রাফিতি সাক্ষ্য দেয়:
বাংলাদেশ যখন প্রকৃত স্বাধীনতার পথে পা বাড়ায়,
তখন আগ্রাসন আসে গোপনে, অথচ প্রতিরোধ আসে বজ্রকণ্ঠে।
'যত বিপদ, তত ঐক্য'–এ শুধু শ্লোগান নয়, এ এক জাতিগত পুনর্জাগরণ।

২৮ আগস্ট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনের দেয়ালে ফুটে উঠেছিল ২০১২ সালের সেই রক্তাক্ত ডিসেম্বরের স্মৃতি–যেখানে আলোর নিচেই নেমে এসেছিল ঘোর অন্ধকার। ক্যামেরার সামনে, শত শত মানুষের চোখের সামনে প্রকাশ্যে ছাত্রলীগের হাতে নির্মমভাবে ঝরে পড়েছিল প্রাণ, গুমরে উঠেছিল ন্যায়বিচার। সেই নির্বিচার হত্যার ইতিহাস যেন ভুলে না যাই–সেই দায় থেকেই বৈষম্যবিরোধী ছাত্রআন্দোলনের উদ্যোগে আঁকা হয় গ্রাফিতিটি। এটি শুধু একটি দেয়ালচিত্র নয়, বরং সময়ের বিরুদ্ধে এক নীরব আর্তনাদ, যা বলে–‘ফ্যাসিজমকে চিহ্নিত করো, ভুলে যেয়ো না, রুখে দাঁড়াও।’

দেয়াল জুড়ে আঁকা একটি বিক্ষুব্ধ হাত–তার ওপরে ঝুলছে কাঁটার তারে বাঁধা স্বাধীন ইচ্ছা। ১৪ আগস্ট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থী আলিফ, রাবি '৭১ ব্যাচের উদ্যোগে এই শক্তিশালী চিত্রকর্মটি আঁকেন 'জামাল নজরুল' ভবনের ভেতরের দেয়ালে। এটি শুধু একটি চিত্র নয়–জুলাই বিপ্লব পরবর্তী সময়ের প্রতিরোধচেতনাকে চিরস্থায়ী রূপ দেওয়ার এক শিল্পিত উচ্চারণ। এই দেয়ালচিত্র ফ্যাসিবাদের নিঃশব্দ শ্বাসরোধকে দৃশ্যমান করে তোলে–সতর্ক করে, জাগিয়ে তোলে বিবেককে। শিল্পের ভাষায় লেখা হয় প্রতিবাদের ইতিহাস।

ক্যালিগ্রাফির রেখায় রেখায় ফুটে ওঠা একটি মানচিত্র–শুধু ভৌগোলিক সীমারেখা নয়, এটি প্রতিবাদের, প্রতিরোধের ও আত্মত্যাগের এক দৃশ্যমান ভাষা। রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে আঁকা এই শিল্পকর্মটি 'জুলাই বিপ্লব'-পরবর্তী সময়ের স্মৃতিকে ধারণ করে, যেখানে রঙ নয়–রক্ত, ব্যথা আর প্রত্যয়ের কালি দিয়ে আঁকা হয়েছে স্বাধীনতার প্রতিচ্ছবি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্রআন্দোলনের এই চিত্র যেন বলে ওঠে, 'আমরা ভুলিনি, ভুলবো না–কারণ আমাদের হৃদয়েই এ দেশ আঁকা।

ধর্ম যার যার, অধিকার সবার। যে মাটিতে স্বাধীনতার পতাকা উড়েছে, সে মাটিতে আর যেন কখনো কারও নামাজ, আরাধনা বা প্রার্থনা 'জঙ্গিবাদ' হয়ে না দাঁড়ায়। এই গ্রাফিতি শুধুই একটি রঙিন প্রতিবাদ নয়–এ এক নীরব চিৎকার, যেখানে আলেম, ভক্ত, সাধক–সবাই বলে উঠেছে: 'বিশ্বাসে বৈচিত্র্য, অধিকার সকলের সমান।' ধর্মীয় শোষণ ও ষড়যন্ত্রের বিপরীতে এ এক রঙিন দ্রোহ, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এক সাংস্কৃতিক প্রতিবাদের ঘোষণা।

দেয়ালের লাল রঙে লেখা এক লাল ইতিহাস–যেখানে ১৯৭১-এর স্বাধীনতা রক্তে অর্জিত হলেও, ২০২৪-এ এসে সেই স্বাধীনতার সত্যিকার অর্থে প্রতিফলন ঘটে ফ্যাসিবাদের শিকল ছিঁড়ে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গ্রাফিতিতে উঠে এসেছে দুই প্রজন্মের সংগ্রাম–একটা স্বাধীনতার, আরেকটা তা রক্ষার। এক হাতে পতাকা, অন্য হাতে প্রদীপ–আলোকিত পথচলায় লেখা হয় দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের গল্প, যেখানে ছাত্ররাই ছিল জাতির বিবেক।

৩৬ জুলাই, শাহ্ মখদুম কলেজ চত্বরে ঢলে পড়েছিলেন বিপ্লবী সাকিব আঞ্জুম–বুলেটবৃষ্টির ভেতরেও যে থামাননি কণ্ঠের শ্লোগান। সেদিন তিনি শহীদ হয়েছিলেন শুধু একজন মানুষ হিসেবে নয়, প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে। রাজপথে রক্তের রেখা হয়ে ফুটে উঠেছিল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দৃপ্ত এক নাম। সেই স্থানটিকে ভোলেনি রাজশাহী; তাই আজ রঙ-তুলির ছোঁয়ায় সেই ক্ষণটিকে তুলে আনা হয় দেয়ালে–যেখানে আঁকা হয় সাহস, ত্যাগ আর অমরতার ছবি। 'জুলাই স্মৃতি'র এই গ্রাফিতি কেবল শিল্প নয়–এটি এক অঙ্গীকার, যেন সাকিব আঞ্জুমের আত্মবলিদান কোনো দিন বিস্মৃত না হয়।

১৭ আগস্ট, রাজশাহীর বৈষম্যবিরোধী ছাত্রআন্দোলনের উদ্যোগে মহানগরীর দেয়ালে ফুটে ওঠে ‘জুলাই বিপ্লব’-এর প্রতিবাদের চিত্রকথা। রঙতুলির আঁচড়ে তরুণীরা আঁকছেন প্রতিরোধের মুখ, সাহসের রূপ, এবং এক ব্যথিত দেশের মানচিত্র। এই দেয়ালচিত্র শুধুই শিল্প নয়—এ এক নিরব চিৎকার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাওয়া এক প্রজন্মের শপথ। দেয়াল এখন ক্যানভাস নয়, ইতিহাসের ভাষ্যকার।

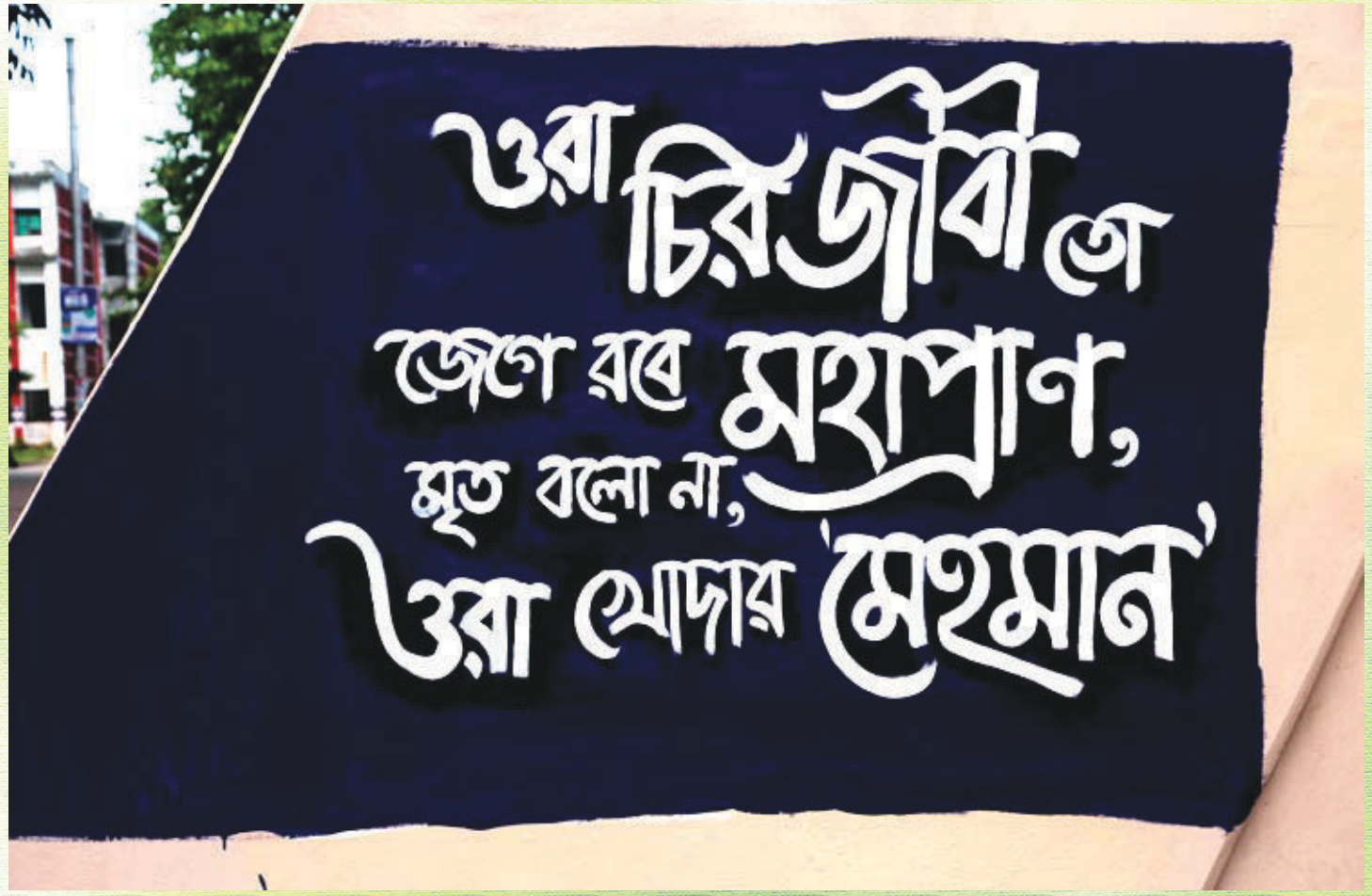

গ্রাফিতি